দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JUN 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

২৯ জনের সিট বাতিল

ঢাবি নবাব ফয়েজুন্নেসা ছাত্রী হলটি কথিত গবেষকদের দখলে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস তথাকথিত গবেষকদের দখলে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। ফলে গবেষকদের নাম পড়ে তোলা অত্যাধুনিক হোস্টেলটি এখন পরিণত হয়েছে কর্মজীবী নারী হোস্টেলে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কর্তৃপক্ষের অবহেলা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কাজের সঠিক তদারকির অভাবে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ প্রায় দেড় যুগ ধরে ওই হোস্টেলে অবস্থান করছেন। সম্প্রতি রোকেয়া হলের অনার্স ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করার পর মাস্টার্সের ৪০ জন ছাত্রীকে ওই হোস্টেলে স্থানান্তর করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে কর্তৃপক্ষের।

জানা অভিযোগে গত শনিবার ওই হোস্টেলের ২৯ জন ছাত্রীর সিট বাতিল করে ৪০ জন মাস্টার্সের ছাত্রীকে বরাদ্দ দিলে আন্দোলনে নামে তারা। বরাদ্দ দেয়া ৪০ ছাত্রীকে সিট ওঠাতে গেলে হল কর্তৃপক্ষকে বাধা দেয় তারা। এরপর কয়েকদফা অবস্থান কর্মসূচী পালন করে। গতকাল (রোববার) রাতে তারা ডিসির বাসভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করে।

জানা যায়, ২৭ এপ্রিল রোকেয়া হলের অনার্স ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। ১২ জুন সিন্ডিকেট সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় পরিত্যক্ত ভবনের মাস্টার্সের ছাত্রীদের ওই হোস্টেলে স্থানান্তর করা হবে। কিন্তু সিন্ডিকেটের এ সিদ্ধান্ত কোনভাবে মেনে নিতে রাজি নন অবস্থানকারী ছাত্রীরা। সিদ্ধান্তের খবর জানতে পারার ওইদিন সন্ধ্যায় তারা এর প্রতিবাদ জানায়। তবে এতে তারা সুবিধা করতে পারেনি তখন সংখ্যায় কম ছিল বলে। এরপর অনিয়মিত ও বাসায় অবস্থানকারী ছাত্রীদের ডেকে এনে আন্দোলন জোরদার করে তারা।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উত্তর গবেষণার জন্য ১৯৯৩ সালে এই ছাত্রী নিবাসটি গড়ে তোলা হয়। এশিয়ান মধ্যে সর্বপ্রথম ছাত্রীদের জন্য একক হোস্টেল হিসেবে গড়ে তোলা হয় এই ছাত্রীনিবাস। দেড় শতাধিক সিটের ধারণক্ষমতা এ ভবনে ৩৩টি কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে স্নাতকোত্তর ও ডিপ্লোমাসহ ১৪১ জন ছাত্রীর নামে বরাদ্দ দেয়া হলেও হলে অবস্থান করে মাত্র ৩০-৩২ জন। গবেষণার জন্য ভর্তি হয়ে নামে মাত্র ভাড়ায় হোস্টেলে সিট লাভ করেন। এরা অবস্থানকারীরা গবেষণার পরিবর্তে চাকরি নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন বলে অভিযোগ রয়েছে। আর সিট ভাড়া হিসেবে সামান্য পরিমাণ যে ভাড়া ধার্য আছে, তাও নিয়মিত দেন না তারা। ফলে আবাসন সঙ্কটে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত ছাত্রীদের ভোগান্তি লেগেই রয়েছে। প্রশাসন সূত্র জানায়, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি বছর ছাত্রীদের গবেষণা অগ্রগতির রিপোর্ট হোস্টেলে জমা দেয়ার কথা রয়েছে। তবে তারা দীর্ঘদিন ধরে এ রিপোর্ট জমা দেন না। গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষকরাও সমন্বয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ওই রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। এতে করে বছরের পর বছর ধরে তারা হোস্টেলের কক্ষ দখল করে রেখেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ৩০৩ নম্বর কক্ষের হাসিনা বানু প্রায় এক যুগ ধরে হলে অবস্থান করছেন। তার পিএইচডি টার্মের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনি হলে অবস্থান করছেন। একইভাবে ৩০১ নম্বর কক্ষের মরিয়ম একটি কক্ষ একা দখলে রেখেছেন। তিনি সরকারী চাকরি করেন। প্রতিদিন ভোরে সাভার থেকে অফিস করে রাতে হলে ফিরেন। তাই গবেষণায় সময় দিতে পারেন না। ১১২ নম্বর কক্ষের আকলিমা নরসিংদীর একটি কলেজের প্রভাষক। তিনি হলে অবস্থান করে নিয়মিত পিএইচডি করেন। তবে অসুস্থতার কথা বলে বারবার পিএইচডি সময় বাড়িয়ে নেন বলে জানা যায়। ৪০৪ নম্বর কক্ষের শিল্পী তন্দ্রাও একাই একটি কক্ষ দখল করে রেখেছেন। এভাবে আরও অনেকে একা একটি কক্ষ দখলে রেখেছেন। এদের কক্ষে নতুন ছাত্রী উঠানোর চেষ্টা করলে তারা হোস্টেল ওয়ার্ডেনের পদত্যাগের দাবীতে আন্দোলনমুখর হয়ে উঠেন। এসব আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন ৫০২ ও ৩০৯ নম্বর কক্ষের খাদিজাতুল কিবরা ও [illegible]।

[illegible] জানা যায়, এখন হোস্টেলে মাত্র ৩০-৩২ জন ছাত্রী অবস্থান করছে। তবে এপ্রিলে ২৯ বর্ষের ছাত্রী [illegible] নিয়ার সুলতানা দাবী করেন সব ছাত্রীই হোস্টেলে আছেন। তিনি বলেন, হোস্টেল কোন সিট খালি নেই। এদিকে কর্তৃপক্ষ প্রকৃত তথ্য জানতে ছাত্রীদের হাজিরা দেয়ার নিয়ম বাধ্যতামূলক করেনি। তারা এসব নিয়মের ধারেকাছে যেতেন না। এর আগে ২০০৭ সালে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রোকেয়া হলের মাস্টার্সে ছাত্রীদের এই হলের বরাদ্দ দেয়ার কথা ছিল। তখন ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ পিছু হটে বলে জানা যায়।

সম্প্রতি নিয়মিত গবেষণা না করা ও হোস্টেলের পাওনা পরিশোধ না করার দায়ে ২৯ শিক্ষার্থীর সিট বাতিল করা হয়। এদের মধ্যে অনেকে আছেন গত দুই বছরে কোন টাকা পরিশোধ করেননি। হোস্টেল প্রশাসনের এ প্রতিবাদে তারা গত শনিবার সকালে রোকেয়া হলের সামনের রাস্তায় অবস্থান নেয়। এর পর তারা দুপুরের দিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে অবস্থান নেন। হাসিনা বানু বলেন, নিয়ম অনুযায়ী কারও সিট বাতিল করতে হলে তিনবার নোটিশ দিতে হয়। এবার তাদের কোন ধরনের নোটিশ দেয়া ছাড়া সিট বাতিল করায় তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। হোস্টেলের ওয়ার্ডেন প্রফেসর রোশনে আরা বেগম বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা বাস্তবায়নে তিনি শিথিল হবেন না। অনিয়ম করে কেউই হোস্টেলে অবস্থান করার সুযোগ পাবে না বলে তিনি সাফ জানিয়ে দেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া সবার জন্য মঙ্গলজনক।

ভিসি প্রফেসর ড. এম এম এ জামেল বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃংখলা ভঙ্গ করে হোস্টেলে অবস্থান করার কোন সুযোগ নেই। এর পরও যদি কেউ প্রশাসনের কাজে বাধা দেয় তবে তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে। এদিকে গতকাল (রোববার) রাতে সিটে পুনর্বহালের দাবীতে তারা ডিসির বাস ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচী পালন করেছে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো অবস্থান করে কর্মসূচী স্থগিত করে ফিরে যায় ছাত্রীরা।